সংবাদ

20 DEC 2005

মাদারীপুর আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ঘুষগ্রহণ, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, মাদারীপুর

মাদারীপুর আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হুফেজ মাওলানা জালালউদ্দিনের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগসহ মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত শুক্রবার মাদারীপুর প্রেসক্লাবে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলহাজ মাওলানা ছগীর মাহমুদ (পীর সাহেব পশ্চিরা) এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। তার লিখিত অভিযোগ এবং শনিবার মাদ্রাসায় সরজমিন গিয়ে জানা গেছে, অধ্যক্ষ জালালউদ্দিন আরবি প্রভাষক পদে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দিয়ে এইচ এম রুহুল আমিন (কমলাপুর), মাওলানা শাহজাহান ও মাওলানা মহিউদ্দিন (বাহাদুরপুর) এদের কাছ থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমিনকে চাকরি দিতে না পারায় মাদ্রাসার শিক্ষক আ. জব্বারের মধ্যস্থতায় ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয়। অবশিষ্ট ২০ হাজার টাকা ফেরত চেয়ে গত ২০ অক্টোবর রুহুল আমিন অধ্যক্ষকে একটি চিঠি দেয়। চিঠির ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়লে মাদ্রাসায় তোলপাড় শুরু হয়। অধ্যক্ষ চিঠি প্রাপ্তির কথা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করলেও টাকার কথা অস্বীকার করেন। এ সময় মধ্যস্থতাকারী ওই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আ. জব্বার উপস্থিত সাংবাদিক ও শিক্ষকদের সামনে টাকা নেয়া ও ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয়ার কথা বলে অধ্যক্ষকে অভিযুক্ত করে।

অভিযোগে আরও জানা গেছে, মাওলানা জালালউদ্দিনের অত্যাচার ও কূটকৌশলের কারণে মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষসহ ৭ জন মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক মাদ্রাসা থেকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

অধ্যক্ষ জালালউদ্দিনের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে ৭১ হাজার ৩৯৫ টাকা আত্মসাৎ, এক শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ভুয়া স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার বেতনের টাকা উত্তোলন ও আত্মসাৎ (ইনডেক্স নং ৩৩২৬৭৫)। বছরের ৩৬৫ দিন কোন জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত না হলেও ওই অধ্যক্ষ ৩৬৫ দিনের ৩৬৫টি পত্রিকা ক্রয়ের ভাউচার দাখিল করেন।

পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক মো. আকরাম হোসেন মাদ্রাসার সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের নানাভাবে হয়রানি করছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।